"মিষ্টি বাচ্চারা - ঘর পরিবারে থেকেও পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং নিজের সবকিছু এক্সচেঞ্জ করে নাও, এ হলো অনেক বড় বিজনেস"

*প্রশ্নঃ - ড্রামার জ্ঞান কোন্ বিষয়ে বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সাহায্য করে থাকে?

*উত্তরঃ - যখন শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন ড্রামার জ্ঞান অনেক সহযোগ প্রদান করে থাকে। কেননা তোমরা জানো যে এই ড্রামা হুবহু রিপিট হচ্ছে । এখানে কান্নাকাটি দুঃখ করার কোনো প্রশ্নই নেই । কর্মের হিসাব-নিকাশ মেটাতে হবে । ২১ জন্মের সুখের উপহারের সাথে তুলনা করলে এই দুঃখ কিছুই নয় । এই জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে ছটফট করে থাকে।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ । ভগবান তাঁকেই বলা হয় যাঁর নিজের কোনও শরীর নেই । এমনটাও নয় যে ভগবানের নাম, রূপ, দেশ, কাল কিছুই নেই । তা নয়, ভগবানের শরীর নেই । এছাড়া কিন্তু সমস্ত আত্মাদের নিজের নিজের শরীর আছে । এখন বাবা বলছেন মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো । প্রকৃত অর্থে আত্মাই শোনে, রোল প্লে করে, শরীর দ্বারা কর্ম করে । আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায় । ভালো মন্দ কর্মের ফলও আত্মাই ভোগ করে, শরীরের সাথে । শরীর ছাড়া তো ভোগ হতে পারে না । তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বসো । বাবা আমাদের শোনান । আমরা আত্মারা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শুনি । ভগবানুবাচ : "মনমনাভব" । দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । একথা একজন বাবাই বলেন, যিনি গীতার ভগবান । ভগবান অর্থাৎ যিনি জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে । (জন্ম-মৃত্যু নেই)। বাবা বোঝান - আমার অলৌকিক জন্ম। আর কেউ এমন জন্ম গ্রহণ করে না। যেমন আমি এনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করি । এসব ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত । এমন নয়, সবকিছু ভগবান করেন, পূজ্য-পূজারী, কাঠ পাথরের ভিতরেও পরমাত্মা বাস করেন । ২৪ অবতার, কচ্ছ-মৎস অবতার, এমনকি পরশুরামকেও অবতার রূপে দেখানো হয়েছে । এখন তোমরা বুঝেছো ভগবান পরশুরাম রূপে অবতার হয়ে কুঠার নিয়ে হিংসার আশ্রয় নেবেন! সম্পূর্ণ ভুল । যেমন পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, তেমনই কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখেছে, একেই বলে ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ কোনও জ্ঞান নেই । জ্ঞানের দ্বারাই আলোর প্রবেশ ঘটে । এখন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার চলছে । তোমরা বাচ্চারা এখন আলোয় প্রবেশ করেছ । তোমরা সবাইকে ভালোভাবে জেনেছো। যারা জানেনা তারাই পূজা ইত্যাদি করে থাকে । তোমরা সবাইকে জেনে গেছো সেইজন্য তোমাদের পূজো করার প্রয়োজন নেই । তোমরা এখন পূজারী থেকে মুক্ত হয়েছ । পূজ্য দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে তারপর পূজারী মনুষ্য হয়েছ। মানুষের মধ্যেই আছে আসুরি গুণ আর তাই নিয়ে গীতও আছে - মানুষকে দেবতা করে তোলে । মানুষকে দেবতা করে তুলতে বেশি সময় লাগে না । এক সেকেন্ডেই দেবতা করে তোলেন । বাচ্চারা বাবাকে চেনার সাথে সাথেই শিববাবা বলতে শুরু করে। বাবা বললেই অন্তরে এটাই জেগে ওঠে যে, আমরা বিশ্বের, স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা । এখন তোমরা দ্রুততার সাথে বাবার হয়ে উঠেছ । বাবা বলেন ঘর পরিবারে থেকেই এখন তোমরা পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কর । লৌকিক উত্তরাধিকার তো তোমরা নিয়েই আসছ, এখন লৌকিক বর্সাকে পারলৌকিক উত্তরাধিকারের সাথে এক্সচেঞ্জ করে নাও । কত সুন্দর সওদা । লৌকিক উত্তরাধিকার দিয়ে কি হবে? এ হল অনন্ত অধিকার, যা গরিবরা চট করে গ্রহণ করে নেয়। বাবা গরিবদের-ই দত্তক নিয়ে থাকেন । বাবা হলেন দীনবন্ধু, তাই না ! গীতও আছে আমি দীনবন্ধু । ভারত সবচেয়ে গরিব । আমিও আসি এই ভারতে । এখানে এসে বিত্তবান করে তুলি । ভারতের মহিমা প্রসিদ্ধ । এ হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ । কিন্তু কল্পের আয়ু দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভুলে গেছে । ভাবে ভারত খুব বিত্তশালী ছিল, এখন গরিব হয়ে গেছে । আগে সবজি-আনাজ সব এখান থেকে বিদেশ যেত । এখন বুঝেছে ভারত গরিব হয়ে গেছে, তাই সাহায্য করে থাকে । এমনও তো হয় - যখন কোনও বিখ্যাত মানুষ অসফল হয়, তখন সবাই মিলে আলাপ-আলোচনা করে তাকে সাহায্য করা হয় । এই ভারত সবচেয়ে প্রাচীন । ভারতই স্বর্গ ছিল । সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল । শুধুমাত্র সময় দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য মুষড়ে পড়ে । ভারতকেও কতভাবে সাহায্য করা হয় । বাবাকেও ভারতেই আসতে হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । লৌকিক বাবার কাছ থেকে

পাওয়া উত্তরাধিকার পারলৌকিক বাবার সাথে এক্সচেঞ্জ করছি । যেমন ব্রহ্মা বাবা করেছিলেন । দেখেছিলেন, পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে রাজমুকুট-রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয় - কোথায় সেই বাদশাহী আর কোথায় এই সামান্য গদি । বলাও হয়ে থাকে ফলো ফাদার । এখানে না খেয়ে মরবার কোনো প্রশ্নই নেই। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর প্রতি যত্নশীল হও। বাবা এসে সহজ পথ বলে দেন । বাচ্চারা অনেক কষ্টের দিন দেখেছে, তবেই তো বাবাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া করো । সুখের সময় কেউ বাবাকে স্মরণ করে না, দুঃখের সময় সবাই বাবার নাম জপতে থাকে । এখন বাবা বলে দিচ্ছেন কিভাবে স্মরণ করা উচিত । তোমাদের তো স্মরণ করাও আসে না । আমি এসেই তোমাদের বলে দিই। বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে, পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে । প্রতিটি স্মরণ দ্বারা সুখ অনুভব কর, শরীরের কষ্ট, যন্ত্রণা সব শেষ হয়ে যাবে । শরীর সংক্রান্ত যা কিছু কষ্ট সব মিটে যাবে । তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে । তোমরা এমনই কাঞ্চনকায় ছিলে। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে আত্মায় মরচে পড়ে যায় । শরীরও পুরানো প্রাপ্ত হয় । যেমন সোনার মধ্যে খাদ দেওয়া হয় । খাঁটি সোনার অলঙ্কার খাঁটি হয়ে থাকে । ওতে ঔজ্জ্বল্যও থাকে । খাদযুক্ত অলঙ্কার কালো হয়ে যায় । বাবা বলেন তোমাদের মধ্যেও খাদ পড়েছে, তাকে বের করে আনতে হবে । কিভাবে বেরোবে ? বাবার সাথে যোগযুক্ত হও । যিনি শিক্ষা প্রদান করেন তাঁর সাথে যোগযুক্ত হতে হয় তাইনা! ইনি তো একাধারে বাবা, গুরু, টিচার সবকিছু । ওঁনাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর উনি তো তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন ।

পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান তোমরা আমাকেই বল। কল্পে-কল্পে এসে বাবা এভাবেই বুঝিয়ে বলেন । মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে পাওয়া বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পরে তোমাদের পেয়েছি । সেইজন্য তোমাদের হারানিধি বলা হয় । এখন এই দেহের অহঙ্কার ত্যাগ করে আত্ম-অভিমানী হও। বাবা আত্মার জ্ঞানও প্রদান করেছেন, যা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না । এমন কোনও মানুষ নেই যার মধ্যে আত্মার জ্ঞান আছে । সন্ন্যাসী, সন্ত, গুরু, গোঁসাই কেউ-ই জানেনা । সবার শক্তি কমে গেছে । সমস্ত সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষ এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আবার নতুন করে স্থাপনা হতে চলেছে । বাবা এসেই ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের রহস্যকে বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন প্রথমে তোমরা রাম রাজ্যে (শিবালয়ে, স্বর্গে) ছিলে, তারপর যখন বাম মার্গে এলে তখন থেকেই রাবণ রাজ্য শুরু হয় । তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। শুরু হয় ভক্তি মার্গ । আগে তোমরা জানতে না। কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার - তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য অন্তকে জানো? কেউ বলতে পারবে না । বাবা ভক্তদের বলেন এখন তোমরা বিচার করে দেখো। বোর্ডে লিখে দাও - অ্যাক্টর হয়েও ড্রামার ডাইরেক্টর, ক্রিয়েটর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরকে (প্রধান চরিত্রাভিনেতা) জানেনা, সুতরাং এমন অ্যাক্টরকে কি বলবে ? আমরা আত্মারা এখানে ভিন্ন- ভিন্ন শরীর ধারণ করে রোল প্লে করতে আসি নিশ্চয়ই এটা নাটক, তাই না !

গীতা হলো মা আর বাবা হলেন শিব। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর রচনা । গীতা নতুন জগৎ স্থাপনা করে । এটাও সবার অজানা যে, নতুন দুনিয়া কিভাবে সৃষ্টি করে থাকেন । নতুন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তোমরাই যাবে। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী দুনিয়া । এটা যেমন পুরানো দুনিয়া নয়, তেমনি নতুন দুনিয়াও নয় । এ হলো সঙ্গম, ব্রাহ্মণদের শিখা (চটি, সর্বোচ্চ স্থান) । বিরাট রূপে না শিববাবাকে দেখানো হয়, না ব্রাহ্মণ চটিকে দেখানো হয় । তোমরা তো চটিও দেখিয়েছো একদম উপরেই, সেখানে তোমরা ব্রাহ্মণরা বসে আছো। দেবতাদের পরে আসে ক্ষত্রিয় । দ্বাপর থেকে শুরু হয় পেটের জন্য পূজারী, তারপর তারাই শূদ্রে পরিণত হয় । এ হলো ডিগবাজি খাওয়া । এই ডিগবাজিকেই তোমরা শুধুমাত্র স্মরণ কর । এটাই তোমাদের জন্য ৮৪ জন্মের যাত্রা । সেকেন্ডেই সব স্মরণে এসে যায় । আমরা এভাবেই চক্রাকারে ঘুরছি। এটাই সঠিক চিত্র । ওটা (ভক্তি মার্গের) ভুল । বাবা ছাড়া সঠিক চিত্র আর কেউ তৈরি করতে পারেনা। এই চিত্র দ্বারাই বাবা বুঝিয়ে বলেন । তোমরা এইভাবেই ডিগবাজি খেয়ে চলেছো। সেকেন্ডে তোমাদের যাত্রা শুরু হয়, এতে কষ্টের কোনও ব্যপার নেই । আত্মা রূপী বাচ্চারা বুঝেছে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । এই সতসঙ্গ হলো যিনি সত্য সেই বাবার সাথে । ওটা (লৌকিক) হলো মিথ্যে সঙ্গ। সত্য খন্ড বাবাই এসে স্থাপনা করেন । মানুষের কোনও শক্তি নেই স্থাপনা করার । ভগবানই করতে পারেন। ভগবানকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । সাধু-সন্ন্যাসীরা জানে না যে, এ হলো পরমাত্মার মহিমা । ঐ শান্তির সাগর এসে তোমাদের শান্তি প্রদান করছেন । অমৃতবেলায় তোমরা ড্রিল কর । শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার স্মরণে থাকো। এখানে তোমরা এসেছ জীবিত হয়ে ও মৃতপ্রায় থাকতে। বাবার প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে ওঠ তোমরা । এই পুরানো দুনিয়ার এটা পুরানো শরীর, এর প্রতি যেন ঘৃণা জন্মে গেছে, একেই ত্যাগ করে চলে যাবো, কিছুই যেন স্মরণে না আসে। সবকিছু তোমরা ভুলে গেছো। তোমরা বলেও থাক ভগবানই সবকিছু দিয়েছেন সুতরাং এখন ওঁনাকে সবকিছু দিয়ে দাও । ভগবান তোমাদের বলেন তোমরা ট্রাস্টি হও। ভগবান ট্রাস্টি হবেন না। তোমরা ট্রাস্টি হয়ে ওঠো, তখন আর পাপ করবে না । আগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন হয়ে এসেছে । এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের পাপাত্মাদের সাথে কোনও লেনদেন

নেই । পাপাত্মাদের দান করলে পাপ মাথায় চড়ে যাবে। বলো ঈশ্বরার্থে, আর দান করছ পাপাত্মাদের । বাবা তো কিছুই নেন না । বাবা বলেন সেন্টার খোলো এতে অনেকের কল্যাণ হবে।

বাবা বুঝিয়ে বলেন যা কিছুই হচ্ছে হুবহু ড্রামানুসারে রিপিট হচ্ছে । এরমধ্যে কান্নাকাটি, দুঃখ প্রকাশ করার কোনও প্রশ্নই নেই । কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটছে এটা তো ভালোই হচ্ছে । বৈদ্যরা বলে সব রোগ উথলে বাইরে বেরিয়ে আসবে । বাবাও বলে থাকেন বাকি থাকা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে । হয় যোগ দ্বারা, নতুবা সাজা খেয়ে মেটাতে হবে । সাজা তো (শাস্তি) খুব কড়া । রোগভোগ ইত্যাদি দ্বারা মিটে গেলে সেটাও অনেক ভালো । ঐ দুঃখ ২১ জন্মের সুখের উপহারের কাছে কিছুই নয়, কেননা সেখানে অনন্ত সুখ। জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে অসুখ-বিসুখে ছটফট করতে থাকে । রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে যখন, তখন ভগবানকে স্মরণ করে । সেটাও ভালো । একজনকেই স্মরণ করতে হবে । বাবাও এক'থা বোঝান। ওরা ওদের গুরুকে স্মরণ করে, গুরু তো অনেকেই আছে। এক সদ্গুরুকে তোমরাই জানো । তিনি হলেন সর্বশক্তির অধিকারী । বাবা বলেন আমি এইসব বেদ, গ্রন্থ ইত্যাদি জানি। এসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না । বাবা আসেন এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ায়। এখানে পুণ্য আত্মা কোথা থেকে আসবে । যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে তার শরীরেই আসি। সর্বপ্রথম সেই শোনে। বাবা বলেন এখানে তোমাদের স্মরণের যাত্রা ভালো হয়। যদিও তুফান আসবে কিন্তু বাবা বোঝাতে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর । কল্প পূর্বেও তোমরা এভাবেই জ্ঞান শুনেছিলে । প্রতিদিনই শুনছ । রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে । পুরানো দুনিয়ারও বিনাশ ঘটবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ -সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১). অমৃতবেলায় উঠে শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার ড্রিল করতে হবে । পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর কিছুই যেন স্মরণে না আসে, সবকিছু ভুলে যেতে হবে ।

২). সঙ্গম যুগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন করা উচিত নয় । কর্মের হিসেব-নিকেশ আনন্দের সাথে মেটাতে হবে । কান্নাকাটি বা দুঃখ করা উচিত নয় । সবকিছুই বাবার কাছে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে ।

বরদানঃ- অনুভবের শক্তির দ্বারা স্ব পরিবর্তনকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব

যেকোনও পরিবর্তনের সহজ আধার হলো অনুভবের শক্তি। যতক্ষণ অনুভবের শক্তি না আসে ততক্ষণ অনুভূতি হয় না আর যতক্ষণ অনুভূতি না হয় ততক্ষণ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের ফাউন্ডেশন মজবুত হয় না। এবং উৎসাহ উদ্দীপনার চালও থাকে না । যখন অনুভবের শক্তি প্রতিটি কথার অনুভবী বানাবে তখন তীব্র পুরুষার্থী হয়ে যাবে। অনুভবের শক্তি সবসময়ের জন্য সহজ পরিবর্তন করিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- স্নেহের স্বরূপকে সাকারে ইমার্জ করে ব্রহ্মা বাবার সমান হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;